হ্রস্ব কবিতাবলী



দেবল দেব

হ্রস্ব কবিতাবলী

দেবল দেব

বসুধা
১৪২৮

HRASWA KABITABALEE by Debal Deb

হ্রস্ব কবিতাবলী

রচয়িতা দেবল দেব

প্রকাশক বসুধা
http://cintdis.org/basudha

মুদ্রক বাদল ঘোষ, এরিস্টো প্রিন্ট,
৪,হিদারাম ব্যানার্জি লেন,কলকাতা ১২।

© দেবল দেব
১৪২৮

ISBN 978-81-954251-2-9

সূচীপত্র

ত্রিপদী পর্ব-১	১
ত্রিপদী পর্ব-২	১৭
ত্রিপদী পর্ব-৩	৩১
চতুষ্পদী	৪৭
ষট্ পদী	৫৯

ত্রি প দী

পর্ব – ১

১

অন্ধকারে উড়ে আঁকাবাঁকা,
মথের সন্ধানে আসে ভুখা চামচিকা—
জোনাকির ঝাঁকে মথ, একা।

২

ওড়াউড়ি ক'রে ভোররাতে
জোনাকিরা নেমে বসে দীর্ঘ বনপথে–
যেন নক্ষত্ররা, ছায়াপথে।

৩

কতোই না বৈচিত্র্য হাসির!
সেরা হাসিটির ছবি – ক্লান্তির, স্বস্তির–
সদ্য বিয়োনো জননীটির।

৪

ফুল ফুটে আছে কোন্ বনে —
বায়ু তার গন্ধ-সনে স্মৃতি বয়ে আনে
সদ্য প্রিয়জন-হারা মনে।

৫

দু-জনা সুহৃদ, অন্তরঙ্গ,
কেমন একাগ্র দোঁহে, খেলে চতুরঙ্গ
দ্বন্দ্বিতাও, বন্ধুতার অঙ্গ!

৬

যতোই লিখতে চাই কথা,
মন খুলে, তোমাকে, পাতার পর পাতা,
গোপনেই থাকে — সেই ব্যথা।

৭

পার হয়ে বিপুল সাগর,
পাখিরা, পোকারা, রচে মিলনবাসর।
আমাদের – দু’হাতও, দুস্তর!

৮

চৈত্রমাস জুড়ে পাতা ঝরে,
পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতি জমে গাছটিকে ঘিরে।
নিমেষে উধাও বৈশাখী ঝড়ে।

৯

কোন্ মার শোক বেশি ছিল?
যার শিশু আধো আধো বুলি বলছিল?
যার মেয়ে পাস দিয়ে ছিল?

১০

দুইজনে গাঢ় আলিঙ্গন
করিবার বিপ্রতীপ দুইটি কারণ–
মল্লযুদ্ধ আর রতিরণ।

১১

সেও ভালো, যদি ছেয়ে যায়
ঈর্ষা-মেঘে প্রেমাকাশ, মাধুরী বর্ষায়।
নির্মেঘ সাহারা কেবা চায়?

১২

নিচাঁদ নিঝুম রাতে জাগি,
শতবেলি ঝোপে জ্বলে হাজার জোনাকি
আমাকে, মা, মনে পড়ে না কি?

১৩

কতকাল,কতযুগ,আমার আদুড় পিঠে,
হয়নিকো পাওয়া
তোমার ঠোঁটের আর স্তনবৃন্তযুগলের ছোঁয়া...
দমকে উড়িয়ে দিল এ-গোপন সাধ,
কোভিডের হাওয়া।

১৪

প্রাণের বিবর্তনে অযোগ্য প্রজাতির কোন ঠাঁই নাই।
বিলয়ের শেষ ক্ষণ উপাগত, নরজাতি পাবে না রেহাই –
মহাকাল-ডমরুতে পড়ে গেল সমের তেহাই।

ত্রিপদী

পর্ব – ২

১

কথার কাজ তো ভাব ঢাকা।
শব্দ অঢেল,ভাণ্ডারে ভাব ফাঁকা।
শরীর-ভাষা — নিখাদ, পাকা।

২

বোবা প্রেম? পত্রে লেখা শেখো।
পত্রে, কিন্তু, বিরাগ লুকিয়ে রেখো—
শতং বদ, একান্তে। মা লিখ!

৩

দয়িত বিরহে সব শূন্য
লাগে জানি। আমার নির্বেদ অন্য—
যে প্রেম জানে না, তারি জন্য…

৪

মেঘগুলো ক্রমে সরে গেলো,
পূর্ণচন্দ্র, নিলাজ,বেরিয়ে এলো।
এবার – ঘোমটা খুলে ফেলো।

৫

গোটা জীবজগতের রীতি–
আজীবন আহার, সুষুপ্তি, রতি।
কেন মানুষেরি – প্রেম, প্রীতি?

৬

শান্তিপূর্ণ এক পিঁপড়ে গাঁ–
সহসা ধ্বসিয়ে দিল মোষের পা ।
দৈব? কর্মফল? চুলোয় যা।

৭

যদি না থাকতো কোন লিপি?
না-পরিয়ে এতো গদ্য-পদ্য-টুপি,
স্পষ্ট বলতাম — চুপিচুপি।

৮

গাছের বয়স বাড়ে যতো,
বাড়তে থাকে আমের মিষ্টি, ততো।
প্রত্নপ্রেম – মিষ্টি, নাকি তেতো?

৯

পণ্ডিত,পড়েছো কতো,সত্যি!
সকল শব্দের জানো ব্যুৎপত্তি।
'খিদে'র কিসে গো, উপপত্তি?

১০

হাজার নক্ষত্র দেখে লোকে,
তবু, চাঁদ দেখে, তিথি মনে রাখে।
তোর মুখই শুধু মনে থাকে।



ত্রি প দী

পর্ব – ৩

১

ট্রেনিং নেয় কি ফুল, ফুটতে?
শিক্ষা লাগে কি ঘোড়া-জেব্রার, ছুটতে?
মানুষের লাগে — মানুষ হয়ে উঠতে।

২

পুরনো জুতোর মতো যবে
আমাকে তোমার সাবলীল মনে হবে
প্রেমের দহন শেষে, ছাই পড়ে রবে।

৩

অধরা, থাকিস মন জুড়ে।
মাঝে মাঝে তোর কাছে যেতে চাই উড়ে।
ভুলে যাই, মন ছেড়ে কেন যাব দূরে?

৪

প্রকৃতি ও নারী – নীলাম্বরী
মোহময়ী; গরীয়সী আহা, শ্বেতাম্বরী।
কিন্তু শ্রেষ্ঠা – জারোয়া প্রকৃতি, দিগম্বরী!

৫

দীপ্ত তারা, অমা রজনীর।
যেন দীনা, শীর্ণা ধাত্রী দুগ্ধক্ষরণীর
মাই দেওয়া শিশুটিকে, মৃতা জননীর।

৬

নদী কি উতলা কভু হবে,
হারিয়ে গিয়েছে তার কোন্ তরঙ্গ কবে,
তার শোকে? মনে রেখো না তুমিও, তবে।

৭

চিরবহমানা স্রোতস্বিনী।
একটিও জলকণা দাঁড়াবে না, জানি।
তবু চাই রেখে দিতে, এক আঁজলা পানি।

৮

মন-বন জুড়ে দাবানল।
দুই চোখে উথলায় শ্রাবণের জল।
আগুন নেভাতে কেন পারে না বাদল?

৯

যতক্ষণ ঝরেছে বাদল—
ধারাস্নানে লুকিয়েছি দু'চোখের জল।
বৃষ্টিশেষে কোথা ঢাকি অশ্রুর এ ঢল?

১০

হে যুবতী, কেন রাখো ঢেকে?
হারানো শৈশব স্মরি, কুচযুগ দেখে।
দু-ফোঁটা,আমারো জন্য, স্নেহ দিও রেখে।

১১

ক্লান্ত মন,হয়েছে নিঝুম ...
খুঁজে খুঁজে স্তন্য উপাধান, দিতে ঘুম ...
কতকাল ... দু’চোখ পায় না চুম।

১২

জীবনের সিন্ধু উথলায়,
অগণ্য তরঙ্গ-প্রাণ উঠিয়া মিলায়–
মরণ কোথায়? নব প্রাণোর্মিমালায়।

১৩

নিদাঘের প্রতাপে, নির্দয়,
নিরর্থক, গুল্ম-লতাদের প্রাণক্ষয়।
বর্ষায় অঙ্কুর হাসে — জীবন অব্যয়।

১৪

কয়লা, হীরে, কার্বোরাণ্ডাম,
রসুই ঘরের ঝুল – একই অঙ্গারের নাম।
একে এত রূপ – কোথা রাখব প্রণাম!

চতুষ্পদী

১

দুলছে বর্ষাধারার পর্দা আমার ঘরের দ্বারে।
যার ‘প্রিয়তম’ ছিলাম একদা তাকে আজ মনে পড়ে।
ব’সে আবছা আলোয় একলা নিঝুম ঘরে,
মনে মনে কত বহুদূরস্মৃত গল্প শোনাই তারে।

২

সেদিন সহসা বাঈজি বাতাস এই ঘরে এসেছিল –
আমকে জড়িয়ে,মাতাল ঘূর্ণি, দিনরাত নেচেছিল।
সে-হাওয়া নেশায় আমাকে মাতিয়ে, ভুবন ভুলিয়েছিল।
সহসা আমাকে ছেড়ে গেল আজ। কেন তবে,ছুঁয়েছিল?

৩

কত যুগ ধরে পথ চেয়ে আছি, দয়িতা আবার এসে
পুনর্জীবিত করবে আমাকে ভুলে-যাওয়া ভালবেসে।
যেদিন জেনেছি,আসবে দয়িতা বহু প্রতীক্ষা শেষে।
সেদিনই আমাকে জড়াল মরণ, প্রেমঘন আশ্লেষে।

৪

তার শরীরের মায়াময় ছোঁয়া, আমার সুপ্ত
শরীর চেতনা তুলতো জাগিয়ে কী এক গুপ্ত
পাবকমন্ত্রে, সব অবসাদ হতো বিলুপ্ত।
কায়াহীন আজ সে-মায়া, আমার শরীরও চুপ তো।

৫

শুধু কি শরীর? তার উজ্জ্বল ভাবনাও দিত
স্নিগ্ধ আলোক – চন্দ্রমা যেন নিষ্কলুষিত।
হয়ে গেছিলাম সে-মায়াময়ীর মুগ্ধ দয়িত।
ভুলে থাকবার প্রয়াসে আমার হৃদি অবসিত।

৬

প্রেম সেটা নয়,যাতে আকুতি থাকে না যৌন।
পিরিতি গভীর হ'লে,সঙ্গমেচ্ছা হয় গৌন।
তোর সাথে প্রেম এত তীব্র, অমর্ত্য, এখনও।
মানস সঙ্গমসুখে ডুবি, ভাসি, থাকি মৌন।

৭

সভ্যতালাঞ্ছিত প্রয়াত মানুষদের
যুগযুগসঞ্চিত চোখের জল
বাষ্পীভূত হয়ে,আষাঢ়ে শ্রাবণে রচে
ঘন কালো বাদলের মেঘের দল।
বৈশাখে-জ্যৈষ্ঠে আকাশ মথিত ক'রে,
তাদেরই কষ্টের দীর্ঘশ্বাস
উদ্দাম ঝড় তোলে। মানব সভ্যতায়
দুঃখের অন্ত নেই,পাই আভাস।

৮

মোমবাতিটা দিচ্ছে আলো, আত্মাহুতির
দীপ্ত প্রজ্জ্বলনে।
কতরকম আসছে পোকা, আলোর প্রতি
আদিম আকর্ষণে।
মৌমাছিও আসছে দেখি, মিষ্টি আলোর
অমোঘ মরণ-টানে।
আগুনকে কি ঐ পোকারা, মরণব্রতী বধূর মতো,
প্রাণের চেয়েও মধুর ব'লে জানে?


MAM

ষট্‌পদী

খোয়াব

প্রখর নিদাঘতাপে টলটলে শিশির উদ্বায়,
তেমনি,জীবনযুদ্ধে পিরীতি কুসুম, ঝরে যায়।
ধ্বংসস্তুপে তবু কোন নবাঙ্কুর – বের হতে চায়!
উৎসাহে,গরীবের কাণ্ডজ্ঞান যেন লোপ পায়।

ভূমিহীন,ভুলে যায, চারাটিকে লাগাবে কোথায়?
নতুন প্রেমের ভ্রম – অশ্রুময় খোয়াবে মিলায়।

অশ্রু

অঝোর বর্ষার জল বান ডেকে বাঁধ ভেঙে দেয়।
বৃষ্টিস্মৃতি ধরা থাকে একেকটি ঘাসের আগায়।
এত অশ্রু ইতিহাস জুড়ে – সবই বিস্মরে মিলায়?
সব আঁখিজল শুধু বাষ্প হয়ে, আকাশে উদ্বায়?

পিরিতির মিঠে অশ্রু বয়ে যাক্ গীতি-কবিতায়।
বঞ্চনার অশ্রু হোক্ পরিণত আগ্নেয় লাভায়।

প্রাণ

কত যে প্রাণের রূপ, দেখে ধন্য হই এ-ক্ষুদ্র জগতে নিজের।
আর দেখি অপচয়, প্রতিদিন – শত শত জীবের, বীজের!
নিয়ত অসংখ্য কীট, কিশলয়, বিহঙ্গের মরণের জের
টেনে চলে ইতিহাস – জীবনের বিকাশের, প্রাণের তেজের।
কোটি কোটি জীবনকে যজ্ঞাহুতি দিয়ে, কোন্ আরব্ধ কাজের
পরম উদ্দেশে ভূমা বিবর্তায়? রহস্য এ প্রাণের রাজ্যের।

জগৎ

কত যে ঋতুর রঙ্গ দেখে যাই বছর বছর,
নিয়ত বদলে যায় আকাশ-বারিধি-চরাচর,
চিরন্তন বসুধার কতোবার নব সজ্জান্তর
ঘটে যায় মাসে মাসে, তবু সেই পুরনো গতর –

কিচ্ছুটি বদলায় নাকো। সেই একই যাত্রার আসর –
কুশীলব বদলায় শুধু, অন্তরালে একই সূত্রধর!

শোক-তারা

কত যে অন্যায় ঘটে এই নীল গ্রহে,যুগ হ'তে যুগান্তরে –
কত অসহায় লোক, শিশু ও প্রমীলা, কত নিপীড়নে মরে
মানুষের সভ্যতার পথে। তাহাদের কথা, চাপা থাকে চিরতরে
প্রযুক্তির মন্দিরের নিচে। নিরাশা পৃথিবী; দেখি,
অনেক উপরে –
কত অপার্থিব প্রাণ টিমটিম জ্বলে কত দূর গ্রহান্তরে ...
অপার্থিব শোকাগ্নি কি তাহাদেরও,আলো হয়ে,
মহাকাশে ঝরে?

রূপকথা

কত যে গল্প বলা হয়েছে,হতেছে, দেশে দেশে।
উপন্যাস,মহাকাব্য – বিবিধ স্রোতের গল্প মেশে
কাহিনীসাগরে। সব দুঃখ-শোক-বেদনার শেষে,
মানুষের সব আশা গল্পের ভেলায় ভেসে আসে।

সব গল্পস্রোত ধায় এক রূপকথার উদ্দেশে ...
যে-কথা চিনিয়ে দেবে দেবতাকে,মানুষের বেশে।

জ্ঞান

কত যে জ্ঞানের খণ্ড পরিব্যাপ্ত আভুবন-মহাকাশভালে!
বিশ্বের প্রতিটি অংশ স্পন্দিত বিচিত্র কত ছন্দে-সুরে-তালে।
জ্ঞানখণ্ড-সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলে,এণ্ট্রোপির
নামে, বেখেয়ালে।
কোন্ মহাজ্ঞানী আছে, এ-সমস্ত জ্ঞান ধৃত যার মেধাজালে?
যে-অনাদি মহাবিন্দু হ'তে এত খণ্ডজ্ঞান সৃষ্টি করেছিলে,
হে শূন্য এণ্ট্রোপি,সেই বিন্দুধৃত জ্ঞান – আমি
ছোঁব, এন্তেকালে।

তীর্থদর্শন

কত যে পবিত্র তীর্থ দেখে ধন্য হ'ল এ-জীবন!
দেখেছি, ধরার মাঝে স্বর্গ থাকে গুপ্ত,সন্দীপন।
দেখেছি, সামান্য কত মানুষের বেশে নারায়ণ,
গাঁয়ের বধূর হিয়ে দেবীর আয়ত প্রস্ফূরণ,
দেখিয়াছি নিরক্ষর, প্রাকৃত প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ।

দেখি,আর হয়ে উঠি; পুণ্যধন্য থাকি আমরণ।

ফেরা

কত যে গুরুত্ব দেয় বিবিধ কাজের,মানুষেরা
যে-কাজে প্রচুর অর্থ,সেই কাজ সম্মানিত,সেরা।
নিরর্থ কাজের অর্থ খোঁজে অর্থনীতি-শৃগালেরা।
আমার নিজের ক্ষেত্রে – অর্থহীন কাজের অর্থেরা।

আমার সাধের ক্ষেতে জীবনের শস্যের বীজেরা
মৃত আজ। শূন্য হাতে এবার আমার ঘরে ফেরা।

"কবির পরিচয়, প্রকৃত, তাঁর কবিতায়। আঙ্গিক ও ইঙ্গিতের নিরিখে এই কবিতাগুলি স্থান-কালের পরিসর পার হয়ে হয়ে ওঠে চিরন্তন। তাদের ধ্রুপদী অবয়ব, তাদের আপ্তবাক্যের সমকক্ষ করে নিয়ে পুনরায় প্রমাণ করে যে, 'মন্ত্রদ্রষ্টা' শব্দবন্ধটি নয় প্রাগৈতিহাসিক। ... আপ্তবাক্যের মতনই, বইটির প্রতিটি কবিতা দাবি রাখে মহাকাল-মহাবৃক্ষের গায়ে অবলীল খোদিত হওয়ার।"

সপ্তর্ষি বিশ্বাস

দাহ্য মাধুকরী ও *গ্রহান্তরের নিশিলিপি*-র রচয়িতা

প্রচ্ছদ ও ছবি : দেবল দেব

ISBN 978-81-954251-2-9

বসুধা http://cintdis.org/basudha